সংবাদ

তারিখ : 18 OCT 2002

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

নীলফামারী সরকারি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট ॥ ছাত্রী নিবাস নেই

নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না : উত্তরাঞ্চলের স্বনামধন্য নীলফামারী সরকারি কলেজ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক স্বল্পতাসহ বিভিন্ন অভাব-অনটনে সরকারি কলেজটির অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে।

নীলফামারী সরকারি কলেজটি উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৯৫৮ সালের ৯ই মার্চ স্থাপিত হয় এবং ১৯৭৯ সালের ৭ই মে সরকারিকরণ করা হয়। এ কলেজটিকে নিয়ে নানা ইতিহাস। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের গণআন্দোলনে কলেজের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় সাড়ে ২৩ একর জমির ওপর অবস্থিত এ কলেজটি। বেসরকারি আমলে প্রথম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোজারউদ্দিন আহমেদ ও শেষ অধ্যক্ষ শেখ সদরউদ্দিন মুন্সি দায়িত্ব পালন করেন। সরকারিকরণের পর প্রথমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুরুল হক ও বর্তমান অধ্যক্ষ মো. আফজালুল হক দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ হিসেবে চলমান অবস্থায় ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে তিনটি এবং ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে সাতটি বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু হয়। বর্তমানে প্রায় ১ হাজার ছাত্রছাত্রী এ কলেজে পড়াশোনা করছে। বর্তমানে কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী নিবাস, কলেজের প্রাচীর নির্মাণ, লাইব্রেরি ও সেমিনারে বই অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ৬৭ শিক্ষকের স্থলে ৩৫ জন, অফিস সহকারী ৮ জনের স্থলে ৩ জন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১৬ জনের স্থলে ১০ জন রয়েছে যা কলেজটিকে পরিচালনা করা দুঃসহ ব্যাপার। বর্তমানে শিক্ষক স্বল্পতায় শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। সহযোগী অধ্যাপক ১৪ জন ও সহকারী অধ্যাপক ১৫ জন এবং প্রভাষক ২৯ জনের স্থলে কর্মরত রয়েছে বাংলা বিভাগে ১ জন প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগে সহযোগী ও সহকারীসহ ২ জন, অর্থনীতি বিভাগে শুধু সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী, সহকারী ও প্রভাষকসহ ৩ জন, ইতিহাস বিভাগে সহযোগী, সহকারীসহ ২ জন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ২ জন, দর্শন বিভাগে সহযোগী ও প্রভাষকসহ ২ জন (সহযোগী সম্প্রতি অবসরে গেছেন)।

ব্যবস্থাপনা বিভাগে সহযোগী ও প্রভাষকসহ ৩ জন, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী, সহকারী ও প্রভাষকসহ ৩ জন, রসায়নবিদ্যা বিভাগে সহযোগী, সহকারী ও প্রভাষকসহ ৩ জন, পদার্থবিদ্যা বিভাগে সহযোগী, সহকারীসহ ২ জন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে সহযোগী, সহকারী ও প্রভাষকসহ ৩ জন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগে সহযোগী, প্রভাষকসহ ২ জন, গণিত বিভাগে সহযোগী, সহকারী ও প্রভাষকসহ ৪ জন। এছাড়া আরবি বিভাগে, কম্পিউটার বিভাগে, শরীর চর্চা বিভাগে কোন শিক্ষকই নেই। গ্রন্থাগারে দু'জন থাকার কথা থাকলেও একজন এবং খণ্ডকালীন মেডিক্যাল অফিসারের পদ থাকলেও তা শূন্য। অনার্স, ডিগ্রি, এইচ.এস.সি ছাত্রছাত্রীদেরও পাঠদানে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনার্স পার্টের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে ক্লাস না থাকার কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা। যার কারণে ধার করে শিক্ষক এনে ক্লাস নিতে হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের। কারণ তাদের ক্লাস আছে স্যার নেই। আর এ বিষয় ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, শিক্ষক না থাকায় আমাদের পড়াশোনা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকের চাহিদা পূরণ না হলে কলেজে পড়াশোনা হয় না। সরকারের শিক্ষার মানোন্নয়নে সবার আগে উচিত শিক্ষক সমস্যা সমাধান করা। কলেজের গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদেরও দুর্ভোগের শেষ নেই। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ আফজালুল হক জানালেন, আমরা শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করছি। গবেষণাগারে এবার বেসরকারিভাবে আমরা কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ন্যূনতম চাহিদা মেটাচ্ছি। কলেজের লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যামাত্র রেফারেন্স ৫ হাজার ৫শ' ২০ এবং অন্যান্য ১ হাজার ৭শ' ২৫ যা ছাত্রদের তুলনায় অনেক কম। কলেজে ছাত্রী নিবাস না থাকায় বাইরে থেকে আসা ছাত্রীদের বিভিন্ন মেসে থাকতে হচ্ছে চড়ামূল্যে। কলেজের বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভাল ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশোনা করতে অনীহা প্রকাশ করে। যার কারণে জেলার অনেক ছাত্রছাত্রী এখন বিভিন্ন ভাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আগের তুলনায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।